অর্থবাদ ও যুক্তি—এই ছয়টি লক্ষণের দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম ও উপসংহারবাক্যে যেমন শ্রীভগবদ্ধ্যানেরই প্রার্থনা করা হইয়াছে, তেমনি অভ্যাস অর্থাৎ একটা বিষয়েরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দ্বারাও ভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ অভিধেয়ত্ব পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে এবং এই সন্দর্ভে অনুল্লিখিত রূপেও শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক প্রকার উল্লেখ করা আছে। অপূর্ব্ব ফলের দ্বারাও শ্রীব্যাসসমাধিতে "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে" যে ভক্তিযোগে নিখিল অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অধোক্ষজ শ্রীভগবানে সেই সাক্ষাৎ ভক্তিযোগটিও দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ভক্তিযোগের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিরূপ অপূর্ব্ব ফলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগের অপূর্ব্বফল বহুস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসালক্ষণ অর্থবাদদ্বারাও অভ্যাসের মত ভক্তিযোগের বহুপ্রকারই প্রশংসা উল্লিখিত আছে। উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারাও ভগবদ্ভক্তি বিনা কোন উপায়েই যে জীবের মাত্র নিবৃত্তি ও স্বরূপজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে ১১।২ অধ্যায়ে—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অনেকই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫।২২ শ্লোকে গতিসামান্যেও অর্থাৎ নিখিল সাধনে সমান ফলরূপেও—

> ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
> স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ
> অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো-
> যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

মানবমাত্রের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রজপ, জ্ঞান এবং দান—এই সকল সাধনের মুখ্যফল উত্তমশ্লোক শ্রীহরিগুণানুবর্ণন। অর্থাৎ পণ্ডিতগণ হরিগুণকীর্ত্তনকেই নিখিল সাধনের মুখ্যফলরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব, সকল সাধনের সমান অর্থাৎ একফলরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে—

> মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
> যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতানুহরেঃ কথায়াম্ ॥

৩।৫।১২ শ্লোকে শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিলেন—তোমার সখা মুনি বেদব্যাস ভগবদ্গুণ বর্ণনের ইচ্ছায় মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন। যে মহাভারতে হরিকথায় মতি প্রবেশের জন্য মানবগণের অর্থ-কামাদি বর্ণনরূপ